কলিকাতা হাইকোর্ট

সম্মাননীয় বিচারক:**রবি কৃষ্ণ কাপুর, বিচারপতি**

টেকমা ইঞ্জিনিয়ারিং এন্টারপ্রাইজ প্রাইভেট লিমিটেড বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া

২০২১ সালের এ.পি-৩৩৪, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ১১/০২/২০২২

আরবিট্রেশন অ্যান্ড কনসিলিয়েশন অ্যাক্ট (২৬ অফ ১৯৯৬), ধারা .৯- অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা - আদালতের এখতিয়ার - রেলওয়ের সদর দপ্তর অবস্থিত এবং যেখানে চুক্তি স্বাক্ষরিত - রেলওয়ের সদর দপ্তর অবস্থিত এমন এখতিয়ার থাকা আদালতে কোনো বিরোধের ক্ষেত্রে পক্ষগুলি একচেটিয়া এখতিয়ার প্রদান করতে সম্মত হয়েছে জয়পুরে, জয়পুর থেকে জারি করা স্বীকৃতির চিঠি এবং জয়পুরে জারি করা ক্রয় আদেশ - জয়পুরের আদালতের এখতিয়ার থাকবে - দরদাতার আবেদন যে ফোরাম নির্বাচন ধারায় 'একা', 'একচেটিয়াভাবে' এবং 'শুধু' শব্দের অনুপস্থিতিতে, কলিকাতা হাইকোর্টের এক্তিয়ার বাদ দেওয়া হয়নি, গ্রহণযোগ্য নয়-কলিকাতা হাইকোর্টের আবেদন গ্রহণ করার কোনও এক্তিয়ার থাকবে না।

(অনুচ্ছেদ ৯,১০,১৩)

উল্লেখিত মামলাঃ

এ আই আর ২০০৭ এসসি ১৮১২ঃ২০০৭

এ আই আর এস ই ডাবলু ৩০২৩

এ আই আর ১৯৮৯ এস. সি ১২৩৯

এ আই আর অনলাইন ২০১৩ এস. সি ৩৬৫

এ আই আর অনলাইন ২০০৩ সি এ এল ১

এ আই আর অনলাইন ২০১৪ এস. সি ৩০৭

আইনজীবীদের নাম

আবেদনকারীর পক্ষেঃ সর্বপ্রিয় মুখার্জি, রুদ্রজিৎ সরকার, আশীষ চৌধুরী, রবীন্দ্র কুমার মিত্র,

প্রতিবাদী পক্ষেঃ মিসেস এ বসু; সানজিৎ কুমার ঘোষ, ডি। নাগ, রাজা ঘোষ।

I. রবি কৃষ্ণ কাপুর, বিচারপতি. - এটি আরবিট্রেশন অ্যান্ড কনসিলিয়েশন অ্যাক্ট, ১৯৯৬ ('দ্য অ্যাক্ট')-এর ধারা ৯-এর অধীনে একটি আবেদন।

2. পক্ষগুলির দ্বারা এবং পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধগুলি প্রতিবাদী দ্বারা প্রকাশিত একটি দরপত্র থেকে উদ্ভূত হয়।দরপত্র অনুসারে, আবেদনকারী তার দরপত্র জমা দিয়েছেন।এরপরে, প্রতিবাদী আবেদনকারীর উপর একটি ক্রয় আদেশ জারি করেন।৪ আগস্ট, ২০২১-এ, প্রতিবাদী একটি সমাপ্তির নোটিশ জারি করেন এবং আবেদনকারীকে রেলওয়ে বা অন্য কোনও জোনাল রেলওয়ে দ্বারা আবেদনকারীকে প্রদেয় বকেয়া থেকে সুরক্ষা আমানত আদায় করার হুমকি দেন।এই আবেদনে, আবেদনকারী ৪ আগস্ট, ২০২১ তারিখের নোটিশটি দাবি করেছেন।

3. প্রতিবাদী একটি প্রাথমিক বিষয় উত্থাপন করেছেন যে এই আবেদনটি গ্রহণ করার কোনও এক্তিয়ার এই আদালতের নেই।

4. প্রতিবাদী পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে দরপত্রের নথির জি ধারার ১৭ দফার পরিপ্রেক্ষিতে এবং ২৫ জানুয়ারী ২০২১ তারিখের গ্রহণযোগ্যতার চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে, চুক্তিতে একটি একচেটিয়া এক্তিয়ারের ধারা রয়েছে।সুবিধার জন্য, দফা ১৭.১ নিম্নরূপ প্রদান করেঃ_

১৭.১ আদালতের এখতিয়ারঃ

"বিক্রেতা অনুমোদনের জন্য সাধারণ নির্দেশিকা" অনুসরণে আর.ডি.এস.ও দ্বারা চুক্তি বা পরিদর্শন/অ্যাকশন সম্পর্কিত কোনও বিরোধের জন্য, আদালতের এখতিয়ার হবে জোনাল রেলওয়ের সদর দপ্তর, যেখানে চুক্তি পত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে।"

5. প্রতিবাদী পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, যেহেতু প্রতিবাদী সদর দপ্তর জয়পুরে রয়েছে এবং চুক্তিটি জয়পুরেও স্বাক্ষরিত হয়েছিল, তাই জয়পুরের উপযুক্ত আদালতের এই আবেদনটি গ্রহণ করার একচেটিয়া এক্তিয়ার রয়েছে।

৬. আবেদনকারীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, টেন্ডারে অন্তর্ভুক্ত ফোরাম নির্বাচনের ধারাটি এই আদালতের এক্তিয়ারকে বাদ দেয় না।

'একা', 'একচেটিয়াভাবে' এবং 'শুধুমাত্র' শব্দটি ১৭.১ দফার ব্যবহার করা হয়নি। এই ধরনের শব্দের অভাবে, এই আবেদনটি গ্রহণ করার জন্য এই আদালতের এক্তিয়ার রয়েছে।আবেদনকারীর পক্ষ থেকে আরও জমা দেওয়া হয়েছে যে এই আদালতের এক্তিয়ারের মধ্যে পদক্ষেপের কারণের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ উদ্ভূত হয়েছে। আবেদনকারীর কোলকাতায় নিবন্ধিত কার্যালয় রয়েছে।আবেদনকারী কোলকাতায় তাদের দরপত্র জমা দিয়েছিলেন।আবেদনকারী কোলকাতায় দরপত্র প্রদানের চিঠিটি পেয়েছিলেন। পক্ষগুলির দ্বারা এবং তাদের মধ্যে সমস্ত যোগাযোগও আবেদনকারী কর্তৃক কোলকাতায় তার অফিস থেকে জারি বা গ্রহণ করা হয়েছে।তদনুসারে, এই আদালতের এক্তিয়ারের মধ্যে পদক্ষেপের কারণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ উত্থাপিত হয়েছে এবং এই আদালতের এই আবেদনটি গ্রহণ করার এক্তিয়ার রয়েছে।তার যুক্তির সমর্থনে, আবেদনকারী অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে (২০০৭) ১১ এস. সি. সি ৩৩৫-এ বর্ণিত নিম্নলিখিত রায়গুলির উপর নির্ভর করেছেনঃ(এ আই আর ২০০৭ এস সি ১৮১২) [অ্যালকেমিস্ট লিমিটেড বনাম।স্টেট ব্যাঙ্ক অফ সিকিম], ২০০৩ (২) সি এইচ এন ৫০২:(এ আই আর অনলাইন ২০০৩ সি এ এল ১) ভারত], (২০১৯) এস. সি. সি অনলাইন ৮৬০ [অপ্রতিম মুখার্জি বনাম স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া @প্যারা ২৪-২৬ (এস.আই.সি) এবং **(১৯৮৯) ২ ধারা ১৬৩:(এ.** আই. আর ১৯৮৯ এস. সি ১২৩৯) [এ. বি. সি. ল্যামিনার্ট প্রাইভেট লিমিটেড। লিমিটেড বনাম।এ.পি. সংস্থাগুলি @প্যারা ৩-৫,২২].

7. এই আবেদনটি পেশ করার পরে, আবেদনকারীকে ১৮ই আগস্ট, ২০২১ তারিখের একটি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল।

8. বিচারের জন্য যে সীমিত প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় তা হল এই আবেদনটি গ্রহণ করার এক্তিয়ার এই আদালতের আছে কি না।আইনের ৯ ধারার অধীনে এক্তিয়ার প্রয়োগকারী একটি আদালতকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে এটি আইনের অধীনে সংজ্ঞায়িত 'আদালত'। এটি

সুপ্রতিষ্ঠিত যে, যেখানে দুই বা ততোধিক উপযুক্ত আদালত রয়েছে যা কোনও কার্যধারা গ্রহণ করতে পারে, সেখানে কার্যধারার পক্ষগুলি তাদের মধ্যে উদ্ভূত বিরোধগুলির বিচারের জন্য এই ধরনের একটি আদালতে একচেটিয়া এক্তিয়ার অর্পণ করতে সম্মত হতে পারে।এই ধরনের ধারাগুলি প্রায়শই "ফোরাম সিলেকশন ক্লজ" হিসাবে উল্লেখ করা হয় এবং আইনে স্বীকৃত, যার মাধ্যমে পক্ষগুলি বেশ কয়েকটি আদালতের মধ্যে একটি ফোরামের পছন্দ করতে সম্মত হয় যার এই ধরনের বিরোধগুলি বিবেচনা করার এক্তিয়ার রয়েছে।অধিকন্তু, যেখানে কোনও চুক্তিতে কোনও ফোরাম নির্বাচনের ধারা রয়েছে যা কোনও নির্দিষ্ট আদালতকে বিষয়টির সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এক্তিয়ার প্রদান করে, সেখানে এই ধরনের ধারার প্রভাব স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন্য কোনও আদালতের এক্তিয়ারকে সরিয়ে দেয় যার সালিশ কার্যধারার বিষয়ের ক্ষেত্রে এক্তিয়ার থাকতে পারে।

9. **চুক্তির** ১৭ ধারার পাঠ থেকে এটা স্পষ্ট যে, এই চুক্তি সম্পর্কিত বিরোধগুলি কেবলমাত্র সেই আদালতে দায়ের করা হবে যেখানে জোনাল রেলওয়ের সদর দপ্তর অবস্থিত এবং যেখানে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রতিবাদী সদর দপ্তর জয়পুরে অবস্থিত।জয়পুর থেকে এই স্বীকৃতিপত্র জারি করা হয়।জয়পুরেও ক্রয় আদেশ জারি করা হয়েছিল। দফা 2 দরপত্রের নথিতে দরদাতাদের ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যবহারকে ই-দরপত্র নথিতে উল্লিখিত সমস্ত দফার নিশ্চিতকরণ এবং গ্রহণযোগ্যতা হিসাবে ধরা হবে।চুক্তিতে এমন কিছু নেই যা চুক্তি আইন ১৮৭২-এর ধারা ২৮ লঙ্ঘন করে।তদনুসারে, চুক্তির ১৭ নং দফায় স্পষ্ট ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে, আমি মনে করি যে পক্ষগুলি প্রতিবাদী রেলওয়ের সদর দপ্তর যেখানে অবস্থিত এবং যেখানে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল সেখানে এক্তিয়ারযুক্ত আদালতে যে কোনও বিরোধের ক্ষেত্রে একচেটিয়া এক্তিয়ার প্রদান করতে সম্মত হয়েছিল।আমার মতে, এটি কেবল জয়পুরের আদালত হবে।

১০.১ আবেদনকারীর এই যুক্তিতে কোন যোগ্যতা খুঁজে পান না যে 'একা' মত শব্দের অনুপস্থিতিতে, ফোরাম নির্বাচনের ধারায় 'একচেটিয়াভাবে' এবং 'শুধুমাত্র' এই হাইকোর্টের এক্তিয়ার বাদ দেওয়া হয় না।এই উপস্থাপনাটি ভুল এবং ভুল ধারণা।এম/এস-এ স্বস্তিক গ্যাস প্রাইভেট লিমিটেড বনাম ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড (২০১৩) ৯ এসসিসি ৩২:(এ আই আর অনলাইন ২০১৩ এসসি ৩৬৫) সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে 'একা', 'শুধুমাত্র' বা 'একচেটিয়া' এর মতো শব্দের অনুপস্থিতি কোনও আদালতের এক্তিয়ার নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোনও সিদ্ধান্তমূলক বা কোনও বস্তুগত পার্থক্য করে না।প্রকৃতপক্ষে, একটি চুক্তিতে একটি এক্তিয়ার দফায় অস্তিত্বই পক্ষগুলির অভিপ্রায়কে স্পষ্ট করে তোলে এবং সংবিধির মতো এই ধরনের দফাগুলি পড়ার প্রয়োজন হয় না।তদনুসারে, আবেদনকারীর যুক্তি প্রত্যাখ্যান করা হয়।

11. উল্লেখযোগ্যভাবে, স্বস্তিক গ্যাসেস প্রা. লিমিটেড (সুপ্রা) এছাড়াও B.E সহ অন্যান্য বিভিন্ন রায়ে অনুসরণ করা হয়েছে। সিমোয়েজ ভন স্টারবার্গ নিডেনথাল এবং অন্যরা বনাম ছত্তিশগড় ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড (২০১৫) ১২ এসসিসি ২২৫:(এ. আই. আর. এনলাইন ২০১৪

এস. সি. ৩০৭) যেখানে বলা হয়েছে যে, যদি **দুই পক্ষের মধ্যে চুক্তিটি** একটি আদালতে এক্তিয়ার স্থাপনের জন্য যথেষ্ট স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন হয়, তবে তা করার মাধ্যমে এটি সেই ক্ষেত্রে অন্যান্য সমস্ত আদালতকে এক্তিয়ার থেকে বঞ্চিত করে।আবেদনকারীর উপর নির্ভরশীল কর্তৃপক্ষের সাধারণ প্রস্তাবগুলির সাথে আমার কোনও বিরোধ নেই।যাইহোক, সমস্ত সিদ্ধান্ত এই মামলার তথ্যের সাথে পৃথক এবং অসঙ্গত।

12. আবেদনকারীর পক্ষ থেকে যে বিকল্প যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে সালিশ ধারাটি অস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন এবং অকার্যকর, সেটিও স্বতঃপ্রণোদিত।এই যুক্তিটি যদি গৃহীত হয় তবে এই আবেদনের রক্ষণশীলতার মূলে যায় এবং প্রত্যাখ্যাত হয়।

13. তদনুসারে, আমি মনে করি যে এই আবেদনটি গ্রহণ করার কোনও এক্তিয়ার এই আদালতের নেই।

যেহেতু এই আবেদনটি এক্তিয়ারের ভিত্তিতে খারিজ করা হয়েছে, তাই পক্ষগুলির মধ্যে বিতর্কের যোগ্যতার মধ্যে প্রবেশের কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

14. উপরোক্ত বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে, ২০২১ সালের এপি ৩৩৪ বাতিল করা হয়েছে। ১৮ ই আগস্ট, ২০২১ তারিখের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশটি বাতিল করা হল। তবে, খরচের বিষয়ে কোনও আদেশ থাকবে না।

আবেদন খারিজ

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.